মেহেরপুরে দিনদিন বাড়ছে অ্যানথ্যাক্স আক্রান্তের সংখ্য

মেহেরপুরে দিনদিন বাড়ছে অ্যানথ্যাক্স আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা। প্রথমে গবাদি পশু আক্রান্ত হচ্ছে, সেই আক্রান্ত পশুর মাংস খেয়ে কিংবা কাটাকাটির সময় সংস্পর্শে অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ নারী-পুরুষ ও শিশূরা।

মেহেরপুরে এখন যেন আতঙ্কের আরেক নাম অ্যানথ্রাক্স। বছরের পর বছর রোগটির প্রাদুর্ভাব থাকলেও নেই নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন ও পর্যাপ্ত জনসচেতনতা কার্যক্রম। ফলে প্রতি বছর বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। শরীরে দগ দগে ক্ষত নিয়ে অনেকেই ভুগছেন দীর্ঘদিন।

২০০৭ সালে মেহেরপুর জেলায় প্রথম সনাত্ব হয় অ্যানথ্রাক্স রোগী। গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে প্রথম অ্যানথ্যাক্স দেখা দিলেও ধীরে ধীরে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে রোগটি।

এখন উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের নারী, পুরুষ এমনকি শিশুর শরীরেও দেখা মিলছে অ্যানথ্রাক্সের ক্ষত। জেলা স্বাস্থ্য বিঘভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত প্রায় দুই দশকে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ৭ হাজার মানুষ অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত এ রোগে মৃত্যুর ঘটনা না ঘটলেও অনেক রোগীকে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষত ও যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হয়েছে।

শরীরের বিভিন্ন স্থানে দগদগে ক্ষত। ক্ষত যত বড় হচ্ছে, বাড়ছে যন্ত্রণাও। চিকিৎসা নিয়েও পুরোপুরি স্বস্তি মিলছে না অনেকের। মেহেরপুরের গাংনীতে অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত এসব মানুষ এখন আতঙ্ক আর অসহায়ত্বের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

চলতি বছরের চিত্র আরও উদ্বেগের। গত চার মাসে অ্যানথ্রাক্স সন্দেহে ৫৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয় আইইডিসিআরে। এর মধ্যে ৪৫ জনের শরীরে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু শনাক্ত হয়েছে। আর চলতি বছরের নয় মাসেই আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে দাঁড়িয়েছে ৪৬২ জনে। পাশাপাশি দুইশতাধিক গবাদি পশু সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা।

গাংনীর সীমান্তবর্তি গ্রামগুলোতেই এই রোগটির প্রাদূর্ভাব বেশি

অ্যানথ্রাক্সের বিস্তার ঠেকাতে ইতোমধ্যে গাংনীতে কাজ শুরু করেছে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান—আইইডিসিআরেরএকটি দল। আইইডিসিআরের টিমটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডা. আরিফ।

তার সঙ্গে রয়েছেন টেকনিশিয়ান আব্দুল গাফফারসহ আরও দুই সদস্য। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা একরামুল হক বিষিয়টি নিশ্চিত করে জানান, প্রাথমিক ভাবে মেহেরপুর জেলায় স্কীন অ্যানথ্রাক্স সনাত্ব হয়েছে। আমরা আক্রান্তদের চিকিৎসা দিচ্ছি।

সন্দেহ ভাজন রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে পরীক্ষার জন্য। পাশাপাশি আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আরিফুল ইসলাম বলেন, গাংনী দীর্ঘদিন ধরেই অ্যানথ্রাক্স প্রবণ এলাকা। বিশেষ ব্যবস্থায় ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩০ হাজার পশুকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।

ডাক্তার মো: আরিফুল ইসলাম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, গাংনী। মেহেরপুর সিভিল সার্জন আবু সাঈদ জানিয়েছেন, অ্যানথ্রাক্সের ভয়াবহতা, সংক্রমণের ঝুঁকি এবং প্রতিরোধে করণী বিষয়ে জনগনকে সচেতন করতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ । তবে, মাংস ক্রয় বিক্রয়ের সময় অবশ্যই মানুষকে সচেতন হতে হবে একই সাথে মাংস কাটাকাটির সময় হাতে গ্লাভস ব্যবহার জরুরী।

হাম উপসর্গে গেল আরো ৯ শিশুর প্রাণ, আক্রান্ত ১৩৪১

সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম উপসর্গে আরো ৯ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে এ সময় নিশ্চিত হামে কারো মৃত্যুর তথ্য জানায়নি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

আজ রবিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ

তথ্য জানানো হয়। শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানানো হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর দেশে হাম ও হামের উপসর্গে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে এক হাজার ৯৬। এর মধ্যে নিশ্চিত হামে ১০১ জন ও হামের উপসর্গ নিয়ে ৯৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে হাম সন্দেহ ও নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার ৩৪১ জন। এর মধ্যে নিশ্চিত হামরোগীর সংখ্যা ১১৩ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্য মতে, গত ১৫ মার্চ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাম উপসর্গে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক লাখ ৬৬ হাজার ৩১০ জন। একই সময়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন এক লাখ ৫৯ হাজার ৫১৯ জন।

ক্যান্সারে আক্রান্ত এনসিপি নেতা তামিমকে দেখতে গেলেন এমপি তাজউদ্দিন খান

ক্যান্সারে আক্রান্ত এনসিপি নেতা তামিমের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে তাঁর বাসভবনে গেছেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. তাজউদ্দিন খান।

বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) বাদ আসর তিনি তামিমের বাসভবনে উপস্থিত হয়ে তাঁর চিকিৎসার সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। এ সময় তিনি অসুস্থ তামিমের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের প্রতি সমবেদনা ও সাহস জোগান।

এমপি তাজউদ্দিন খান ক্যান্সারে আক্রান্ত তামিমের দ্রুত সুস্থতা ও আরোগ্য কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এ সময় মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. ইকবাল হোসাইন এবং পেশাজীবী সংগঠনের জেলা দায়িত্বশীল মো. আল আমিন ইসলাম বকুল উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় মাদকের ছোবলে আক্রান্ত যুব সমাজ

আলমডাঙ্গায় মাদকের ছোবলে আক্রান্ত যুব সমাজ। প্রশাসনিক গাফিলতি, রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় বিস্তার ঘটছে মরণ এই নেশার।

অপার সম্ভাবনাময় আলমডাঙ্গার যুব সমাজ আজ যেন নীরবে মুর্তিতে পরিণত হচ্ছে মাদকের এক ভয়ংকর অভয়ারণ্যে। মরণনেশার ছোবলে প্রতিদিনই দিকভ্রান্ত হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। স্কুল–কলেজপড়ুয়া থেকে শুরু করে কর্মক্ষম যুবক—কেউই রেহাই পাচ্ছে না এই সর্বনাশা আসক্তি থেকে। পরিবার ভাঙছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, অথচ দেখার যেন কেউ নেই।

মাকড়সার জালের মতো সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে মাদক। মাঝেমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান চোখে পড়লেও তা অনেকটা দেখানো কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ—এমনটাই অভিযোগ সচেতন নাগরিকদের। পাশাপাশি মাদকাসক্ত ব্যক্তি আটক হলেও বড় বড় মাদক ব্যবসায়িরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

এছাড়াও অধিকাংশ মাদক মামলাই শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে সাক্ষীর অভাবে। আবার যেসব ঘটনায় সাক্ষী পাওয়া যায়, তারা নিরাপত্তাহীনতা, হুমকি ও প্রভাবশালী মহলের ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পান না। ফলে গ্রেপ্তার হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই জামিনে বেরিয়ে আসে মাদক কারবারিরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদক নিয়ন্ত্রণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়া, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রহস্যজনক নীরবতা এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় অনীহা। এসব কারণে বারবার অভিযোগ উঠলেও কার্যকর ও টেকসই কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে

ওঠেনি। কিছু কিছু জায়গায় প্রকাশ্যে বিক্রি, প্রকাশ্যেই সেবন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার স্টেশন মোড় ও পুরাতন বাসস্ট্যান্ড বর্তমানে মাদক বিক্রির অন্যতম প্রধান হটস্পট হিসেবে পরিচিত। এখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ে মরণনেশা উপজেলার বিভিন্ন প্রান্তে।

এছাড়া প্রতিদিন নিয়মিত মাদক কেনাবেচা ও সেবনের অভিযোগ রয়েছে—উপজেলা নতুন ভবন এলাকা, পৌরসভার সামনে স্টেডিয়ামের ওপর, থানাপাড়া পুকুরপাড়, রেলস্টেশনের ওপর ও ঢালে, লালব্রিজ সংলগ্ন কালভার্টের ওপর এবং ফকট এলাকায়। দিনের আলো কিংবা গভীর রাত—সময় যেন কোনো বাধা নয় মাদক কারবারিদের জন্য।

মাদকের বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ জানিয়ে আলমডাঙ্গা শাখার মাদক ও নিরাময় বিষয়ক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন— “মাদক আজ আলমডাঙ্গার জন্য শুধু আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়, এটি একটি মানবিক ও সামাজিক বিপর্যয়। তরুণ সমাজ ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। আমরা যদি এখনই শক্ত হাতে প্রতিরোধ গড়ে না তুলি এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করি, তাহলে ভবিষ্যতে এর ভয়াবহ পরিণতি আমাদের সবাইকে ভোগ করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, সাক্ষী সুরক্ষা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত অভিযান, নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম ছাড়া মাদক নির্মূল সম্ভব নয়। এখনই যদি কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে আলমডাঙ্গার তরুণ সমাজ শুধু মাদকাসক্তই নয়—একটি হারিয়ে যাওয়া প্রজন্মে পরিণত হবে। সময় এসেছে দায় এড়ানোর নয়, সময় এসেছে দায়িত্ব নেওয়ার। সময় এসেছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার।

কিডনী রোগে আক্রান্ত দর্শনার মিনা রাণী বাঁচতে চাই

দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের রেললাইনপাড়ার শ্রী মন্টু কুমার এর স্ত্রী, হরিজন সম্প্রদায়ের ৩ সন্তানের জননী মিনা রাণী (৩৫) কিডনী রোগে আক্রান্ত। তার শরীরের দুটি কিডনী নষ্ট হয়ে গেছে এবং

বর্তমানে শুধু মৃত্যুর প্রহর গুনছেন।

মিনা রাণীকে বাঁচতে হলে একটি কিডনীর পাশাপাশি নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতে হবে। কিন্তু গরীব ও অসহায় পরিবারের হওয়ায় চিকিৎসার খরচ জোগানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

তার স্বামী মন্টু কুমার ও কন্যা ঋতু সমাজের বিত্তবানদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। যারা কিডনী দান করতে বা আর্থিক সহায়তা করতে ইচ্ছুক, তারা বিকাশ একাউন্ট ০১৭৮৭-৩৫৪৫২৫ এ যোগাযোগ করতে পারেন।

মুজিবনগরে ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত এতিম শিশুকে জেলা ছাত্রদলের অনুদান প্রদান

মুজিবনগরে ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত এতিম শিশুর চিকিৎসার জন্য অনুদান প্রদান করলো মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল।

মুজিবনগর উপজেলার, বাগোয়ান গ্রামের মৃতঃ আব্দুল কাদের এর ১৫ বছর বয়সী ছেলে বিপ্লব মীর দীর্ঘদিন ব্রেন টিউমার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। টাকার অভাবে ঠিকমতো চিকিৎসা করতে পারছেনা তার পরিবার। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সহ প্রশাসনের তরফ থেকেও করা হয়েছে সহযোগিতা তাতেও সংকুলান হয়নি অপারেশনের টাকার। খবর পয়ে তার অপারেশনের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল।

গতকাল শনিবার সকালে বিপ্লব মীর এর বাড়িতে যেয়ে জেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে রোগীর চাচা মুংলা মীর এর হাতে চিকিৎসার জন্য নগত ১লক্ষ টাকা তুলে দেন জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির।

এসময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল এর সাবেক যুগ্ম সম্পাদক তোফিকুল ইসলাম মিঠন, মেহেরপুর জেলা সাইবার দল এর সাধারণ সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রদল এর সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মোঃ রিয়াজ সেখ

ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৪৩৪

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে আরও ৪৩৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আজ সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু বিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, রোববার (১০ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মোট ১০২ জন মারা গেলেন।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৭ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭৮ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৩৯ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৯৩ জন, খুলনা বিভাগে ৩২ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮ জন, রাজশাহী বিভাগে ৫৩ জন ও সিলেট বিভাগে ২ জন রয়েছেন।

২০২৩ সালে দেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন রোগী আক্রান্ত এবং ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়।

সূত্র: যুগান্তর

মেহেরপুরে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে

মৌসুমি জ্বর ’ আক্রান্ত হচ্ছেন পরিবারের সবাই

মেহেরপুরে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে মৌসুমী জ্বরের প্রকোপ। আক্রান্তদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধই বেশি। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রোগীর ভীড়ে হিমশীম খাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা। হাসপাতালগুলোতে দেখা দিয়েছে ওষধ সংকট।

মেহেরপুরে ঘর ঘর এখন মৌসুমি জ্বরের প্রকোপ। জ্বরের প্রভাবে বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক, শ্বাসকষ্টজনিত রোগী এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের বেশি ভোগান্তিতে পড়ছেন। মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালসহ গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দেখা গেছে, রোগীর ভীড়। অনেকেই শয্যাই জায়গা না পেয়ে বাধ্য হয়ে মেঝেতে শুয়েই চিকিৎসা নিচ্ছেন। রোগীরা জানান, জ্বরের সঙ্গে শরীরে প্রচন্ড ব্যথাসহ নানা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত ভুগতে হচ্ছে। জ্বর ভালো হওয়ার পরও শারীরিক ক্লান্তি থাকছে দীর্ঘদিন। যার ছাপ পড়ছে দৈনন্দিন কাজে। ঠিকমতো খেতে পারছে না অনেকেই। চিকিৎসকরা বলছেন, সাত থেকে ১০ দিনের চিকিৎসায় জ্বর থেকে রেহায় পেলেও শারীরীক দুর্বলতা কাটতে অন্তত একমাস সময় লাগবে।

হাসপাতাল সূত্র বলছে গত এক সপ্তাহে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভর্তি হয়েছেন প্রায় তিন হাজার রোগী। এদের মধ্যে অধিকাংশই জ্বরে আক্রান্ত শিশু ও বয়স্ক। জ্বরের রোগী হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় হাসপাতালগুলোতে দেখা দিয়েছে ওষধ সংকট।

আক্রান্ত রোগীরা জানান, প্রথমে মাথা ও শরীর ব্যাথা হচ্ছে তার পর কাপুনি দিয়ে প্রচন্ড জ্বর সাথে কাশি। পরিবারের একজন আক্রান্ত হলে সেই পরিবারের সকলেই আক্রান্ত হচ্ছে। অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন এবং মুমুর্ষ হয়ে পড়ছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পণা কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল আল আজিজ বলেন, জুলাইয়ের শুরু থেকে এই জ্বরের প্রকোপ বেড়েছে। এটি আমরা ইনফ্লুয়েন্জা বলে মনে করছি। তবে

অন্তত সাত থেকে ১০ দিন চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। তবে জ¦র অনুভুব হলে দ্রত হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেয়ার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক।

সুপেয় পানির অভাবে ৪৬৭ জন কাটাচ্ছেন দুর্বিষহ জীবন

“পানির অপর নাম জীবন” কিন্তু সেই পানিই আজ জীবনকে বিষাক্ত ও বিপন্ন করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, আধুনিক কৃষিতে বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার ও অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা ও দর্শনা এলাকায় এর প্রভাব মারাত্মক।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বড় দুধপাতিলা গ্রামে ২৫৮টি টিউবওয়েলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এ গ্রামে প্রায় ৪০০ জন নারী- পুরুষ আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন। গত ২৫ বছরে এ গ্রামে আর্সেনিকজনিত রোগে মারা গেছেন ১৪ জন। অন্যদিকে, দর্শনার ডিহিকৃষ্ণপুর গ্রামের গাবতলা পাড়ায় প্রায় ১৮৫ জন আক্রান্ত এবং ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮ জনে।

আক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই আছেন দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক যন্ত্রণায়। কারও কারও হাত-পায়ে গুটি, বাদামি দাগ, চামড়া পুরু হয়ে যাওয়া, আঙুল বেঁকে যাওয়া এবং অসাড়তা দেখা যাচ্ছে। কারও পেটের সমস্যা, খাদ্য হজমে ব্যাঘাত, এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত দেখা দিচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্র জানায়, আর্সেনিক আক্রান্তদের মধ্যে অন্তত ২৫০ জন স্বাস্থ্য কার্ডধারী।

২০০২ সালে জাপানি উন্নয়ন সংস্থা জাইকার সহায়তায় বড় দুধপাতিলা গ্রামে একটি আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্যাংক স্থাপন করা হলেও এখন তা অকেজো হয়ে পড়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ও এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথের বাস্তবায়নে বড় দুধপাতিলা ও হরিরামপুর গ্রামে ৪০ লাখ ৪২ হাজার ৭০০ টাকা ব্যয়ে দুটি পাইপ লাইন ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা হয়। বর্তমানে

১৬৮টি পরিবার সেখানে কমমূল্যে বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে। এগুলোর একটি পরিচালনা করছেন বড় দুধপাতিলা গ্রামের বকুল হোসেন।

তবে এসব ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ডিহিকৃষ্ণপুর গাবতলা পাড়ার বাসিন্দারা প্রতিদিন ৩-৪ বার অন্যের বাড়ি থেকে পানি সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। সেখানকার যুবক সবুজ জানায়, তাদের গ্রামে ১৯৯৯ সালেই প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে। এখনো অনেক টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিকযুক্ত, কিন্তু বিকল্প না থাকায় বাধ্য হয়ে সেটাই ব্যবহার করতে হচ্ছে।

জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের তথ্যমতে, দামুড়হুদা উপজেলায় ১১,০২২টি শ্যালো টিউবওয়েলের মধ্যে ৮,৬২৩টি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ১,৮৬৪টি টিউবওয়েলে আর্সেনিক রয়েছে। দর্শনা পৌরসভায় পরীক্ষা করা ৪,৭৭৩টি টিউবওয়েলের মধ্যে ১,০৬৭টিতে আর্সেনিক ধরা পড়ে।

ভুক্তভোগীরা জানান, আর্সেনিকজনিত রোগের স্থায়ী চিকিৎসা নেই। এ অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে নতুন একটি আর্সেনিকমুক্ত ডিপ টিউবওয়েল বসানোর দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়াউদ্দিন বলেন, “প্রথমে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, এরপর আক্রান্তদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।”
এদিকে, জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আমিনুল ইসলামের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

গাংনীতে এক নারীর করোণা আক্রান্ত

গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামে এক নারী করোণা আক্রান্ত হয়েছেন। সম্প্রতি জ্বও, সর্দি, শরীর ব্যাথা নিয়ে গাংনী উপজেলা